ইসলামী ঐক্য: প্রয়োজন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি

রফিকুল ইসলাম মিয়াজী

ভূমিকা:

ইসলাম সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা। এতে রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করার যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। এজন্যই রাসূল সা. এর বিদায় হজ্জের দিন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করে জানিয়ে দেন- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করেছি।" [সূরা মায়েদা: ০৫:০৩]

﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

এ পূর্ণাঙ্গ দীনের ছায়াতলে এসে মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘকাল শান্তির সুশীতল সামিয়ানায় অবস্থান করেছে। কালক্রমে নানা কারণে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদ, বিরোধ ও অনৈক্যের ফলে তারা পূর্ণাঙ্গ দীনের সুফল ভোগ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিরোধ ও অনৈক্যের অন্যতম কারণ হলো নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। আজকের প্রবন্ধে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী ঐক্য:

ইসলামী ঐক্য বলতে বুঝায় মুসলিমগণের ঐক্য; ইসলামকে যারা দীন-ধর্ম-জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের ঐক্য; ঈমানের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাসীদের ঐক্য। এ ঐক্য হলো চিন্তা-দর্শনের এবং আকীদা-বিশ্বাসের, যার প্রভাব থাকবে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি:

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বুঝায় একটি পরিচ্ছন্ন, নির্ভেজাল ও পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি।

ইসলামী ঐক্য বিনির্মাণে নিরপেক্ষতা:

মুসলিমগণের মাঝে ঐক্যচেতনার ঘাটতি নেই। ক্ষেত্রবিশেষে ঐক্যপ্রচেষ্টাও কম হয়নি। আসল ঘাটতি হলো ঐক্য সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান, ঐক্য বিনির্মাণের সঠিক ফর্মুলা ও ঐক্যসংস্কৃতির রূপরেখা। কখনও কখনও এসব বিষয়ে উত্তীর্ণ হলেও পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীত, দলপ্রীতি, ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মপ্রীতি ইত্যাদি ঐক্য তৈরির পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। অনেকে ঐক্যের নামে নিজের মতে কিংবা নিজ দলে অন্যকে ভিড়ানোর টার্গেটে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং বর্তমানেও চালাচ্ছেন। নিজের মত ভুল হলেও তা

শোধরানোর কোনো ইচ্ছে পোষণ করেন না কিংবা অন্যের মত সঠিক হলেও তা গ্রহণ করার মানসিকতা লালন করেন না।

এসব তিক্ত বাস্তবতা স্বত্ত্বেও যদি নিরপেক্ষ ও নির্ভেজাল মন নিয়ে ঐক্যপ্রচেষ্টা চালানো যায়, এতে সুফল আশা করা যায়। এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ পাথেয়। নিম্নে এর কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো-

১. ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই । অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও।আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে। [সূরা হুজুরাত: ৪৯:১০]

২. আন্তরিকতা লালন করা

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (بخاري: ١٣ عن أنس)

৩. অন্তরকে অহংকার, হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে পরিশুদ্ধ রাখা

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ (ترمذي: ٢٥١٢ عن الزبير بن العوام)

৪. আত্মকেন্দ্রিক না হওয়া:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য । তোমরা নেকীর হুকুম দিয়ে থাকো, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। [সূরা আলে ইমরান, ০৩:১১০]

৫. অপরকে অগ্রাধিকার দান

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

যারা এসব মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান এনে দারুল হিজরাতে বসবাস করছিলো। তারা ভালবাসে সেই সব লোকদের যারা হিজরাত করে তাদের কাছে এসেছে। যা কিছুই তাদের দেয়া হোক না কেন এরা নিজেদের মনে তার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না এবং যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে। মূলত যেসব লোককে তারে মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম। [সূরা হাশর, ৫৯:০৯]

৬. পরমতসষ্ণিুতা

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

রহমানের (আসল) বান্দা তারাই [৭৮] যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম।[সূরা ফুরকান, ২৫:৬৩]

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

৩৪) হে নবী, সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভাল। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে । [ফুসসসিলাত, ৪১:৩৪]

৭. মানবিক মূল্যবোধের চর্চা করা

كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب (الجامع الصغير: ٦٣٥ بسند حسن)

৮.